দৈনিক সংবাদ

5 FEB 1988

পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

008

## ঢাকা শহরের লেখাপড়া—২

# বিশ বছরেও কিণ্ডার গার্টেনের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি

।। আমীর খসরু ।।

বিশ বছরেও কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উপরে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই বিদ্যালয়গুলো চলছে নিজেদের ইচ্ছানুসারে, কাউকেই ধার না ধেরে। সাম্প্রতিক এক সংক্ষিপ্ত জরিপে দেখা গেছে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই এ ধরনের অধিকাংশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক সরকারী জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৫৩ ভাগ কিণ্ডার গার্টেন, নার্সারী ও টিউটোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে একক মালিকানায়। কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, স্কুল, মালিকের নামেও স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে।

এক এক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয় একেক ধারায়, একেক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী। বেতনও ভিন্ন ভিন্ন।

বেতন অনুসারে তিন ধরনের কিণ্ডার গার্টেন গড়ে উঠেছে রাজধানীতে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট

(৭-এর পাতায় দেখুন)

## ঢাকা শহরের লেখাপড়া

(১ম পাতার পর)

বিভাগ কিণ্ডার গার্টেন সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন। কত কিণ্ডার গার্টেন, নার্সারী বা টিউটোরিয়াল আছে তাও জানা নেই তাদের। প্রায় ২০ বছর আগে আইয়ুব সরকারের সময়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিণ্ডার গার্টেন, নার্সারী, স্কুলগুলোর সরকারী রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে। এ স্কুলগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকতে হবে। এ অনুসারে একটি বিধিমালাও প্রণয়নের চিন্তাভাবনা হয়েছিল সে সময়। কিন্তু কোন কাজ হয়নি সে সময় বা পরবর্তীতে। ১৯৮২ সালে বর্তমান সরকারের শুরুর সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কিণ্ডার গার্টেন সম্পর্কে। সামরিক আইন বলে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কমিটি কিণ্ডার গার্টেন স্কুল তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছিল। কমিটি উচ্চহারে বেতন আদায় ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এ সুপারিশ আজো বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি জরিপ করেছিল কিণ্ডার গার্টেন, নার্সারী ও টিউটোরিয়াল স্কুল সম্পর্কে। জরিপের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮২ সালে ঢাকা শহরে এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা ১৮২ ছিল। সরকারী হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা শহরে এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা ২৮২টি। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে, কিণ্ডার গার্টেন নার্সারী ও টিউটোরিয়াল স্কুলের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

জরিপে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের আগে এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার হার ছিল শতকরা ৬ ভাগ। ১৯৭৩ থেকে ৭৮ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩ ভাগ, ৭৯ ও ৮০ সালে এই হার ২৫ ভাগ। ৮১-৮২ সময়ে বৃদ্ধির হার ৩৫ ভাগ। সংশ্লিষ্ট দফতরের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৩ থেকে ৮৭ সময়কালে এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৫৫ ভাগ। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, এই বৃদ্ধির হার কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ হবে।

জরিপে বলা হয়, স্কুলগুলোর মালিকানার শতকরা ৫৩ ভাগ একক মালিকানায়, শতকরা ১০ ভাগ যৌথ মালিকানায় ও ১১ ভাগ মিশনারী ও সমবায় সংগঠন দ্বারা পরিচালিত। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, বাকী শতকরা ২৬ ভাগের মধ্যে ২০ ভাগেরও বেশী এ ধরনের স্কুল একক কিংবা যৌথ মালিকানায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

জরিপে বলা হয়, শতকরা ৩৭ ভাগ স্কুলের কোন 'ম্যানেজিং কমিটিই' নেই। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ ধরনের স্কুলের খুব কম সংখ্যকেরই নিয়মমাফিক ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। প্রয়োজনে যে কমিটি গঠিত হয় তা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সমন্বয়েই অকার্যকরভাবে গঠিত হয়। এগুলো নামেই থাকে, কাজে আসে না।

ছাত্র-বেতন ভেদে কিণ্ডার গার্টেনগুলো সাধারণত তিন ধরনের— (ক) মাসিক বেতন ২৫০ টাকা পর্যন্ত (খ) ৩শ' থেকে ৬শ' টাকা, (গ) ৬শ'এর বেশী। তবে এক হাজার টাকার বেশী মাসিক ছাত্র বেতনের কিছুসংখ্যক স্কুল ঢাকা শহরে আছে।

অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক কিণ্ডার গার্টেন ধানমণ্ডি এলাকায়। একমাত্র এই এলাকায়ই মোট কিণ্ডার গার্টেনের শতকরা ৩৫ ভাগ অবস্থিত।

সরকারী অনুমোদনের বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, সরকারীভাবে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। এখন পর্যন্ত সরকার কোন স্কুলকে অনুরোধ বা নির্দেশ দেয়নি সরকারী রেজিষ্ট্রেশন বা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে। এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষার সময় অপর স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়।

একটি সূত্র জানায়: প্রায় এক হাজার স্কুলের মধ্যে মাত্র ৪৫টির মত স্কুলের সরকারী রেজিষ্ট্রেশন আছে।

অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, একেক স্কুলের পাঠ্যক্রম এক এক ধরনের। অধিকাংশ স্কুলেই ইংরেজী ও আরবী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। গত সোমবার কলাবাগানের একটি বইয়ের দোকানে ইংরজী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অংক বই দেখা যায়। দোকানীর কাছে জানতে চাওয়া হলে বলা হয়, 'স্কুলে পড়ান হয় বলেই লণ্ডন থেকে বইগুলো আনানো হয়েছে।'

অধিকাংশ কিণ্ডার গার্টেনের নামকরণ পুরোপুরি ইংরেজীতে। খুব কম সংখ্যকেরই আছে বাংলা নাম। ১৮২টি কিণ্ডার গার্টেনের উপরে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, পুরোপুরি ইংরেজী নাম (ডিজনিল্যাণ্ড, সান ফ্লাওয়ার, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ হেরাল্ড, ডেফোডিল ইত্যাদি) ... ১২৭ টির। ... পুরো...